13480 - রমজান মাসরে বশৈষ্ট্যিসমূহ

প্রশ্ন

রমজান বলতে কী বুঝায়?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

সকলপ্রশংসাআল্লাহরজন্য। রমজান: আরবি বার মাসরে একটি মাস। এ মাসটি ইসলাম ধর্মে সম্মানতি। অন্য মাসগুলোর তুলনায় এ মাসরে বশিষে কছিু বশৈষ্ট্যি ও মর্যাদা রয়ছে। যমেন : ১. আল্লাহ তাআলা এ মাসে রোজা পালন করাকইেসলামরে চতুর্থ রুকন হসিবেে নর্িধারণ করছেনে। আল্লাহতা‘আলাবলনে :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه) [2 البقرة :
185]

“রমজান মাস এমন মাস যে মাসকেুরআন নাযলি করা হয়ছে; মানবজাতরি জন্য হদিায়তেরে উৎস, হদিায়াত ও সত্য মথি্যার মাঝে পার্থক্যকারী সুস্পষ্ট নদির্শন হসিবেে। সুতরাং তোমাদরে মাঝে যে ব্যক্তি এই মাস পাবসে যনে রোজা পালন করে।”[২ সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৫]

وثبت في الصحيحين البخاري (8) ، ومسلم (16) من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " بني الإسلام
على خمس شهادة أن لا إله إلا الله , وأن محمدا عبد الله ورسوله , وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان , وحج
البيت" .

সহীহ বুখারী (৮) ও সহীহ মুসলমি (১৬)-এ ইবনউেমর (রাঃ) এর হাদসি থকেে প্রমাণতি হয়ছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “ইসলামপাঁচটখিুঁটরিউপর নর্িমতি। (১) এইসাক্ষ্যদওেয়াযওোল্লাহছাড়াআরকোনসত্যইলাহ (উপাস্য) নইে এবংমুহাম্মাদআল্লাহরবান্দাওতাঁররাসূল (২) সালাত কায়মে (প্রতষ্ঠিা) করা (৩) যাকাতপ্রদানকরা (৪) রমজানমাসরেোজাপালনকরাএবং (৫) বায়তুল্লাহ শরফিরেহজ্জআদায় করা”।

২. আল্লাহ তাআলা এইমাসকেুরআননাযলিকরছেনে। যমেনটতিনি ইতপিূর্বে উল্লখেতি আয়াতে বলছেনে:

[شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ) [2 البقرة : 185)

“রমজান মাস এমন মাস যে মাসকেুরআন নাযলি করা হয়ছে; মানবজাতরি জন্য হদিায়তেরে উৎস, হদিায়াত ও সত্য মথি্যার মাঝে পার্থক্যকারী সুস্পষ্ট নদির্শন হসিবে। [২ সূরা আল-বাক্বারা: ১৮৫]তনিি আরও বলছেনে :

[إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ)[97 القدر: 1)

“নশ্চিয়ই আমি একে (কুরআনকে) লাইলাতুল কদরে নাযলি করছে।ি”[৯৭ সূরা আল-ক্বাদ্র:১]

৩. আল্লাহ তাআলা এ মাসে লাইলাতুল কদর বা ভাগ্য রজনী রখেছেনে।যে রাত্রি হাজার মাসরে চয়েে উত্তম।আল্লাহ তা‘আলাবলনে:

(إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ . لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ . تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ . سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) [97 القدر: ١ – ٥]

১. নশ্চিয়ই আমি এটা (কুরআন) লাইলাতুল কদরে নাযলি করছে।ি২. আপনি কি জাননে- লাইলাতুল কদরকি? ৩. লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপক্ষো উত্তম।৪. এই রাতে ফরেশেতাগণ ও রূহ (জবিরীলআলাইহসি সালাম) তাঁদরে রবরে অনুমতক্রিমে সকল সদ্ধিান্ত নয়িে অবতরণ করনে।৫. ফজররে সূচনা পর্যন্ত শান্তমিয়।”[৯৭ আল-কাদর :১-৫]

তনিি আরও বলছেনে :

[إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ) [44 الدخان: 3)

“নশ্চিয়ই আমি এটা (কুরআন) এক মুবারকময় (বরকতময়) রাতে নাযলি করছে।িনশ্চিয়ই আমি সতর্ককারী।”[৪৪ আদ-দুখান : ৩]

আল্লাহতা‘আলারমজান মাসকে লাইলাতুল কদর দয়িে সম্মানতি করছেনে। আর এই বরকতময় রাতরে মর্যাদা বর্ণনায় সূরাতুল কদর নাযলি করছেনে।এ ব্যাপারে অনকে হাদসি বর্ণতি হয়ছে।েআবু হুরাইরাহ রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি হাদীসে তনিি বলনেরাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহওিয়া সাল্লামবলছেনে:

“তোমাদরেকাছরেমজান উপস্থতিহয়ছে। একবরকতময়মাস। আল্লাহ তোমাদরেউপর এমাসসেয়িামপালনকরাফরজকরছেনে। এমাসওোসমানরেদরজাসমূহখুলদেয়োহয়। জাহান্নামরেদরজাসমূহবন্ধকরদেয়োহয়।
এমাসওেবাধ্যশয়তানদরেশকেলবদ্ধকরাহয়।এমাসওোল্লাহ এমন একটরিাত রখেছেনেযাহাজারমাসরে চয়েউেত্তম।যে ব্যক্তওিরাতরে কল্যাণ হতে বঞ্চতিহলসবে্যক্তি প্রকৃতপক্ষইেবঞ্চতি।”[হাদসিটি বর্ণনাকরছেনেনাসা’ঈ (২১০৬) ও

ইমামআহমাদ (৮৭৬৯) এবংশাইখ আলবানী‘সহীহুততা্রগীব’ (৯৯৯) গ্রন্থে হাদসিটকিসেহীহআখ্যায়তি করছেনে]

আর আবু হুরাইরাহরাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতিয,ে তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহওিয়া সাল্লামবলছেনে:“যে ব্যক্তঙ্গিমানরে সাথএবং সওয়াবরেআশায়লাইলাতুলক্দর বা ভাগ্য রজনীতনোমাজ আদায়করবতোরঅতীতরেসমস্তগুনাহমাফকরদেয়োহব।ে”[হাদসিটি বর্ণনাকরছেনেআল-বুখারী (১৯১০) ওমুসলমি (৭৬০)]

৪. আল্লাহ তাআলা এই মাসে ঈমান সহকারে ও প্রতদিনরে আশায় সয়িাম ও ক্বয়িামপালন (রোজা ও নামাজ আদায়) করাকে গুনাহ মাফরে কারণ হসিবেে উল্লখে করছেনে। যমেনটি সহীহ বুখারী (২০১৪) ও সহীহ মুসলমি (৭৬০) -এ আবু হুরায়রারাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি হয়ছেে নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লামবলছেনে:“যব্যেক্তি রমজানমাসঈেমানসহকারওেসওয়াবরেআশায়রোজাপালনকরবতোরঅতীতরেসমস্তগুনাহ মাফকরদেয়োহব।ে”এবং সহীহবুখারী (২০০৮) ও সহীহ মুসলমি (১৭৪)-এআবু হুরায়রা (রাঃ) হতে আরওবর্ণতিহয়ছেযেনেবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলছেনে: “যে ব্যক্তি রমজান মাসে ঈমান সহকারে ও সওয়াবরেআশায় নামায আদায় করবে তার অতীতরে সব গুনাহমাফ করে দয়ো হব।ে”

মুসলমিগণ এ ব্যাপারে ইজমা (ঐকমত্য) করছেনে য,ে রমজান মাসে রাতরে বলো ক্বয়িাম পালন (নামায আদায় করা) সুন্নত। ইমাম নববী উল্লখে করছেনে: “রমজান মাসক্েবয়িামকরারঅর্থহলতারাবীরনামাযআদায়করা।অর্থাৎতারাবীরনামাযআদায়রেমাধ্যমক্েবয়িামকরারউদ্দশ্েযসাধতিহয়।”

৫.আল্লাহ তাআলা এই মাসে জান্নাতগুলোর দরজা খোলারাখনে, জাহান্নামরে দরজাসমূহ বন্ধ রাখনে এবং শয়তানদরেকশেকেলবদ্ধ করনে। যমেনটি দুই সহীহ গ্রন্থ সহীহ বুখারী (১৮৯৮) ও সহীহ মুসলমি (১০৭৯)-এ আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদসি হতে সাব্যস্ত হয়ছেে য,ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলছেনে: “যখন রমজান আগমন করে তখন জান্নাতরে দরজাসমূহ খুলে দওেয়া হয়, জাহান্নামরে দরজাসমূহ বন্ধ করে দয়ো হয় এবং শয়তানদরেকে শকেলবদ্ধ করা হয়।” ৬. এমাসরেপ্রতরিাতঅোল্লাহজাহান্নামথকেতোঁরবান্দাদরেমুক্তকরনে। ইমামআহমাদ (৫/২৫৬) আবুউমামাহ -এর হাদসিথকেবের্ণনাকরছেনেয,েনবী সাল্লাল্লাহু‘আলাইহওিয়াসাল্লাম বলছেনে:“প্রতদিনিইফতাররেসময় আল্লাহকছিু বান্দাকে (জাহান্নামথকে) মুক্ত করনে।”আল-মুনযরিীবলছেনেহাদসিটরিসনদকোনেসমস্যানইে। আলবানী‘সহীহুততারগীব’(৯৮৭) -গ্রন্থহোদসিটকিে সহীহআখ্যায়তিকরছেনে। বাযযার (কাশফ৯৬২) আবুসা’ঈদরে হাদসিথকেবের্ণনাকরছেনেয,ে তনিবিলনে: “নশ্চিয় আল্লাহ তাআলা রমজান মাসে প্রতি দনিে ও রাতে কছিুবান্দাকে (জাহান্নাম থকে) মুক্তি দনে। আর নশ্চিয় একজন মুসলমিরে প্রতি দনিে ও রাতে কবুল যোগ্য দুআ’ রয়ছে।ে” ৭. রমজান মাসে সয়িাম পালন পূর্ববর্তী রমজান থকেে কৃত গুনাহসমূহকে মটিয়িে দয়ে; যদি কবরিা গুনাহ থকেে বচেঁে থাকা হয়।যমেনটি প্রমাণতি হয়ছেে ‘সহীহ মুসলমি’ (২৩৩)-এ। নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহওিয়া সাল্লামবলছেনে:“পাঁচ ওয়াক্তনামায, এক জুমা থকেে অপর জুমা, এক রমজান থকেে অপর রমজান এদরেমধ্যবর্তী গুনাহসমূহরে জন্য কাফফারা হয়ে যায়; যদি কবরিা গুনাহ থকেে বরিত থাকা হয়।”

৮. এই মাসে সিয়াম পালন বছরের দশমাস সিয়াম পালন তুল্য। সহীহ মুসলিম (১১৬৪)-এআবু আইয়ূব আনসারীর হাদিসিবের্ণতি হয়ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "যে ব্যক্তি রমজান মাসে সিয়াম পালন করল, এরপর শাওয়াল মাসওে ছয়দনি রোজারাখল সে যনে সারা বছররোজা পালন করল"।

ইমাম আহমাদ (২১৯০৬)বর্ণনা করছেনে য, নবীসাল্লাল্লাহু 'আলাইহওিয়া সাল্লামবলছেনে:"যে ব্যক্তি রমজান মাসে সিয়াম পালন করল- রমজানরে একমাস রোজা দশমাস রোজা রাখার সমতুল্য। আরঈদুল ফত্বিররে পর (শাওয়াল মাসরে) ছয় দনি রোজা রাখলযেনে গোটা বছররে রোজা হয়ে গলে।"

৯. এই মাসে যে ব্যক্তি ইমামরে সাথইেমাম যতক্ষণ নামায পড়নে ততক্ষণ পর্যন্ত কয়িামুল লাইল (তারাবী নামায) আদায় করবে সে ব্যক্তি সারা রাত নামায পড়ার সওয়াব পাবে।দললি হচ্ছ- আবু দাউদ (১৩৭০) ও অন্যান্য মুহাদ্দসি আবু যার রাদয়িাল্লাহু আনহুথকেে হাদসি বর্ণনা করনে তনিি বলনে রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহওিয়া সাল্লামবলছেনে: "যে ব্যক্তি ইমাম নামায শষে করা পর্যন্ত ইমামরে সাথে কয়িাম করবে তার জন্য সারারাত কয়িাম করার সওয়াব লখো হব।"আলবানী 'সালাতুত তারাবী' গ্রন্থ (পৃঃ ১৫) –এ হাদসিকে সহীহ আখ্যায়তি করছেনে।

১০. এই মাসে উমরাআদায় করাহজ্জকরারসমতুল্য। ইমামবুখারী (১৭৮২) ওমুসলমি (১২৫৬) ইবনে আব্বাসথকেবের্ণনাকরনেয, তনিবিলনে:রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম এক আনসারী মহলিাকে জজ্ঞিসে করলনে:"কসিে আপনাকে আমাদরে সাথে হজ্জ করতে বাধা দলি?"মহলিা বললনে:"আমাদরে পানি বহনকারী শুধু দুটো উট ছলি।"তাঁর স্বামী ও পুত্র একটি পানি বহনকারী উটে চড়ে হজ্জে গয়িছেলিনে।তনিি বললনে:"আর আমাদরে পানি বহনরে জন্যএকটি পানি বহনকারী উট রখেে গয়িছেনে।"তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে:"তাহলে রমজান এলে আপনি উমরা আদায় করুন। কারণ এ মাসউেমরাকরা হজ্জ করার সমতুল্য।"

সহীহ মুসলমিরে রওেয়ায়তেে আছ: ".....আমার সাথে হজ্জ করার সমতুল্য।"

১১. এ মাসে ইতকিাফ করা সুন্নত। কারণ নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহওিয়া সাল্লামপ্রতি রমজানে ইতকিাফ করছেনে। যমেনটি বর্ণতি হয়ছেে আয়শোরাদয়িাল্লাহুআনহাথকেে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রমজান মাসরে শষে দশদনি ইতকিাফ করতনে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণও ইতকিাফ করছেনে।[হাদসিটি বর্ণনা করছেনে ইমাম বুখারী (১৯২২) ও মুসলমি (১১৭২)]

১২. রমজান মাসে পারস্পারকি কুরআন তলোওয়াত ও ব্যক্তগিতভাবে বশেি বশেি তলোওয়াত করা তাগদিপূর্ণ মুস্তাহাব্ব।মুদারাসা বা পারস্পারকি তলোওয়াত বলতে বুঝায় একজন তলোওয়াত করা অন্যজন সটো শুনা। আবার দ্বতিীয়জন তলোওয়াত করা এবং প্রথমজন সটো শুনা।এই পারস্পারকি তলোওয়াত মুস্তাহাব্বহওয়ারদলীল হলো:

أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ " رواه البخاري (6) ومسلم (2308)

“জবিরাইল (আঃ)রমজানমাসে প্রতরিাতনেবী সাল্লাল্লাহু আলাইহওিয়াসাল্লাম এরসাথসোক্ষাৎকরতনেএবং পরস্পরকুরআন তলোওয়াতকরতনে।”[হাদসিটি বর্ণনাকরছেনেইমামবুখারী (৬) ওমুসলমি (২৩০৮)]

যে কোন সময় কুরআন তলোওয়াত করা মুস্তাহাব। আররমজানে এটি আরো বশেি তাগদিপূর্ণ মুস্তাহাব। ১৩. রমজান মাসে রোজাদারকে ইফতার খাওয়ানো মুস্তাহাব্ব।এর দলীল হচ্ছে-যায়দে ইবনে খালদি আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণতি তনিি বলনে রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহওিয়া সাল্লামবলছেনে:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ , غَيْرَ أَنَّهُ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا " رواه الترمذي (807) وابن ماجه (1746) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (647).

“যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে ইফতার করাবে সে ব্যক্তি রোজাদাররে সমতুল্যসওয়াবপাবে।কন্িতু সইে রোজাদাররে সওয়াবরেকোন কমতি করা হবে না”।[হাদসিটি বর্ণনা করছেনে ইমাম তরিমযিী (৮০৭) ওইবনে মাজাহ (১৭৪৬)।শাইখ আলবানী ‘সহীহুত তরিমযিী’(৬৪৭) গ্রন্থহোদসিটকিে সহীহ আখ্যায়তি করছেনে]দখেুন প্রশ্ন নং (12598)

আল্লাহই সবচয়েে ভাল জাননে।